تحقیق کا میں عاشق ہوں۔

-حضرت تھانویؒ (بوادر النّوادر ۱/۲۶۱)

তাখাসসুসের প্রস্তুতি কীভাবে নিবো?

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ

সদর ও প্রধান

জামিআতুস সুফফাহ বগুড়া

প্রকাশনায়

জামিআতুস সুফফাহ বগুড়া

কুরতুবা, বগুড়া সদর, বগুড়া

সূচিপত্র

উদ্দিষ্ট ফনের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনা..............................৩
দরসে নেযামীর পাঠদান পদ্ধতি...৪
তাখাসসুসের মূল লক্ষ্য ও কাজ...৮
তাখাসসুসের প্রস্তুতিমূলক যোগ্যতা..১১

এক. مهارة فهم النصوص وتحليلها.......................................
দুই. مهارة التلخيص والاستنتاج.......................................
তিন. مهارة النقد والتنقيح...
চার. مهارة البحث العلمي..
পাঁচ. معرفة تقنيات الدراسات العليا......................................

কীভাবে অর্জন করব সেই যোগ্যতা ও মাহারা?................................
এক. তাখাসসুস মারহালার পূর্বেই উপর্যুক্ত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করা.......
দুই. তাখাসসুসে দাখেলা নেওয়ার পর প্রস্তুতি নেওয়া..........................

তাখাসসুস আমাদের বর্তমান শিক্ষা কারিকুলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একসময় ভারত উপমহাদেশে মিশকাত জামাআতই ছিলো শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর। পরবর্তী সময়ে দাওরাতুল হাদীস নামে আরেকটি জামাআত সংযোজিত হয়। এর আরও পর যুক্ত হয় তাখাসসুস বা বিশেষায়িত উচ্চতর শিক্ষা। মেধাবী তালিবে ইলমদের মাঝে তাখাসসুসে অধ্যয়নের এক বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ইবতেদায়ী মারহালা থেকেই তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। স্বপ্নপূরণের পথে আগুয়ান হতে কমবেশি মেহনত-মুজাহাদাও অব্যাহত থাকে। ফযীলত ও তাকমীল স্তরে এসে এই আগ্রহ এক বিশেষ মাত্রা লাভ করে । ফলে তারা প্রায়শই জানতে চান, আগামীতে তাখাসসুসে পড়ার ইচ্ছা রাখি। প্রস্তুতি কীভাবে গ্রহণ করব? কী কী বিষয় পরীক্ষা হবে?

লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তাদের কৌতূহল ও আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে পরীক্ষার প্রস্তুতি ও তাতে সফল হওয়া। এ নিয়ে তাদের বেশ দৌড়ঝাঁপ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেকেই নিজের কাঙ্ক্ষিত ফনে উত্তীর্ণ হওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পরীক্ষার পূর্বপ্রস্তুতি ও তাতে সফল হওয়ার আলোচনা না করে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাখাসসুসের পূর্বযোগ্যতা ও তা অর্জনের পদ্ধতি নিয়ে কিছু মৌলিক আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

উদ্দিষ্ট ফনের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনা

জানা কথা যে, কোনো ফনের গভীরে প্রবেশের পূর্বে মাবাদিয়াত পড়তে হয়। ফনের সহায়ক জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। অন্যথায় ফনের গভীরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। উপকারের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই প্রবল। আহলে ইলমের নিকট এটি একটি বিদিত নীতি ও কানুন। আমাদের দরসে নিযামীতেও মূল ফনে প্রবেশের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক প্রাথমিক কিছু ফন পড়ানো হয়। দরসে নিযামীর বিন্যাসে উলূমে ইসলামিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. علوم عالية। দুই. علوم آلية। প্রথম প্রকারকে উলূমে মাকসূদাও বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো, মাধ্যম পর্যায়ের ইলম। ইলমুন নাহব, সারফ, বালাগাহ, লুগাহ, মানতিক ইত্যাদি এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। উলূমে মাকসূদা অর্জনে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এবং এগুলো পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্যই হলো উলূমে মাকসূদা যথাযথভাবে বুঝা ও আয়ত্ত্ব করা। ফলত এ সকল ফনে যে যত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে সে উলূমে মাকসূদায় তত পারঙ্গমতা হাসিল করতে পারবে।

তাখাসসুস হলো পড়ালেখার সর্বোচ্চ স্তর। এ উচ্চস্তরটি একদিকে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, অপরদিকে তা খুবই কন্টাকাকীর্ণ ও মেহনতসাপেক্ষ। এর জন্য আরও বেশি প্রস্তুতিমূলক পড়াশুনা ও যোগ্যতার প্রয়োজন। কারণ, তাখাসসুসের মূল প্রতিপাদ্য হলো, নিয়মতান্ত্রিকভাবে মানসম্পন্ন তাহকীকী ও গবেষণামূলক কাজ শেখা ও সম্পাদন করা। বলা বাহুল্য যে, নির্দিষ্ট কোনো কিতাব পঠন-পাঠন আর নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে গবেষণার মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। ফলে তাখাসসুসের জন্য নিছক ইবারত বোঝার যোগ্যতা থাকাটাই যথেষ্ট নয়। বরং আরও

অনেক বিষয়েই দক্ষতা অর্জন করা অপরিহার্য। তাখাসসুসে দাখেলা নেওয়ার পূর্বেই যা অর্জন করা উচিত।

দরসে নেযামীর পাঠদান পদ্ধতি

দরসে নিযামীর পর আসে তাখাসসুসের মারহালা। দরসে নিযামী আমাদের মাঝে মালাকা ও ইসতিদাদ তৈরির কাজ করে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের পড়াশুনার যে আন্দায ও ধারা বর্তমানে প্রচলিত, এতে আমরা তাখাসসুসের জন্য কতটুকু যোগ্য ও প্রস্তুত হচ্ছি, এর সুস্পষ্ট উত্তরের জন্য আমাদের দেখতে হবে, দরসে নিযামীর পাঠদান ও আমাদের অধ্যয়নপদ্ধতি।

দরসে নিযামীর প্রবর্তক হিসেবে মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী রহ. (১১৬১হি.) এর নাম সুপ্রসিদ্ধ। যদিও নেসাব প্রণয়নের মূল কাজ এর পূর্বে তাঁর পিতা মোল্লা কুতুবুদ্দীন শহীদ রহ. (১১০৩হি.) থেকেই শুরু হয়েছে। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. (১৩৩২হি.) বলেন:

درس نظامیہ اگرچہ ملا نظام الدین صاحب کی طرف منسوب ہے لیکن در حقیقت اس کی تاریخ ایک پشت اوپر سے شروع ہوتی ہے یعنی ملا نظام الدین کے والد سے جن کا نام ملا قطب الدین تھا۔ (مقالات شبلی ۳-۱۱۱)

“দরসে নিযামীর পাঠ্যক্রম যদিও মোল্লা নিযামুদ্দীনের প্রতি সম্বন্ধিত। কিন্তু এর প্রবর্তনের ইতিহাস আরেকটু পিছনে। তথা তাঁর পিতা মোল্লা কুতুবুদ্দীনের মাধ্যমে এ পাঠ্যক্রমের সূচনা হয়। মোল্লা কুতুবুদ্দীন রহ. এর দরসদান পদ্ধতি সম্পর্কে শিবলী রহ. বলেন:

ملا صاحب نے درس کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا تھا جو خود ان کا قائم کردہ تھا، وہ ہر فن کی صرف ایک جامع اور مستند کتاب پڑھاتے تھے کہ شاگرد کو تمام مسائل پر مجتہدانہ عبور ہو جاتا تھا، رسالہ قطبیہ میں ہے: مولانا ے شہید (ملا قطب الدین) از ہر فن یک یک کتاب میخوانیدند و شاگران محقق فی شدند، ملا نظام الدین اور مولانا بحر العلوم نے اس پر اضافہ کیا۔ (مقالات شبلی ۳-۱۱۳)

“মোল্লা সাহেব একটি বিশেষ পাঠদানপদ্ধতি নির্বাচন করেছেন। যা মূলত তাঁরই আবিষ্কৃত। তিনি প্রতিটি ফনের একটি সর্বব্যাপী ও নির্ভরযোগ্য কিতাব পড়াতেন। যেন ছাত্ররা প্রতিটি মাসআলায় মুজতাহিদানা যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। “রিসালায়ে কুতবিয়্যাতে” উল্লেখ আছে, মোল্লা কুতুবুদ্দীন এমনভাবে প্রতিটি শাস্ত্রের একটি করে কিতাব পড়াতেন যে, তাঁর শাগরিদরা ঐ শাস্ত্রে মুহাক্কিকে পরিণত হতো। মোল্লা নিযামুদ্দীন এবং মাওলানা বাহরুল উলূম এতে আরও সংযোজন করেন।”

মোল্লা কুতুবুদ্দীন রহ. এর দরসদান পদ্ধতি থেকে প্রতিয়মান হয়, তাঁর দরস কিতাব আর কিতাবের ইবারতে সীমাবদ্ধ থাকতো না। দরস হতো তাহকীকী ও ফন্নী আন্দাযে। যার ফলে শাগরিদগণও সেই বিষয়ে মুহাক্কিক বনে যেতো।

মোল্লা নিযামুদ্দীন রহ. এর দরসদান পদ্ধতি কেমন ছিলো, তা বিস্তারিত জানা না

গেলেও স্বীয় পিতার মতই ছিলো বলে ধারণা করা যায়। মোল্লা নিযামুদ্দীন রহ. এর দরসদান পদ্ধতি কেমন ছিলো- এ প্রসঙ্গে আল্লামা আবদুল হাই হাসানী রহ. বলেন:

اب طریقہ تعلیم بگڑ گیاہے، ملانظام الدین کا طریقہ درس یہ تھاکہ وہ کتابی خصوصیتوں کا چنداں لحاظ نہیں کرتے تھے، بلکہ کتاب کو ایک ذریعہ قرار دے کر اصل فن کی تعلیم دیتے تھے، اسے طرز تعلیم نے ملا کمال الدین، بحر العلوم، حمد اللہ جیسے اہل کمال پیدا کیے تھے۔(اسلامی علوم وفنون ہندوستان میں ص/۳۱=۳۲)

“এখন তো দরসদান পদ্ধতি বিগড়ে গিয়েছে। মোল্লা নিযামুদ্দীন রহ. এর দরসদানপদ্ধতি ছিলো, তিনি কিতাব সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাতও করতেন না। বরং কিতাবকে একটি মাধ্যম বানিয়ে মূল ফনের তালীম দিতেন। শিক্ষাদানের এই ধারাই মোল্লা কামালউদ্দীন, বাহরুল উলুম, হামদুল্লাহর মতো যোগ্য ও কামেল ব্যক্তি তৈরী করেছে।মোটকথা, তাদের দরসদান পদ্ধতি ছিলো ফন্নী ও তাহকীকী। ফনই ছিল মাকসাদ ও মুখ্য। কিতাব ছিলো মাধ্যম ও সহায়ক। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই দরসদান পদ্ধতি আর অব্যাহত থাকেনি। যেমনটি আবদুল হাই হাসানী রহ. বলেছেন যে, اب طریقہ تعلیم بگڑ گیاہے। ফনের চেয়ে কিতাব প্রধান হয়ে উঠে। কিতাব হল্ ও ইবারত হল্ই দরসের মূল উপজীব্য বনে যায়। ইবতেদায়ী স্তর থেকে দাওরা পর্যন্ত প্রায় একই পদ্ধতিতে দরস দেওয়া শুরু হয়। এ ধারার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা স্ব স্থানে স্বীকৃত। কারণ, সর্বত্র দীর্ঘ ফন্নী তাকরীর কাম্য নয়। বরং ক্ষতিকর। তবে যেখানে তালিবে ইলমের মাঝে ফন্নী মালাকা তৈরি করা প্রয়োজন সেখানেও স্রেফ ইবারত হল করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকাটাও কাম্য নয়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ. দাওরায় হাদীসের দরসপদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি নির্দিষ্ট কিতাবে সীমাবদ্ধ না থেকে বিষয়ভিত্তিক তাহকীকী ও ফন্নী আলোচনা আরম্ভ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আনযার শাহ কাশমীরী রহ. বলেন:

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا طریق درس حدیث کی ضروری وضاحت سے زیادہ نہیں تھا، مولانا گنگوہی ومولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے اس میں فقہ حنفی کے مآخذ کی نشاندہی کا اضافہ کیا لیکن مولانا کشمیری قدس سرہ العزیز نے عام درسگاہی طریق درس میں یکسر انقلاب برپا کیا، آپ نے حدیث کی شرح وتفصیل میں صرف ونحو، فقہ واصول فقہ، معانی وبلاغت، اسرار وحکم، سلوک وتصوف، فلسفہ ومنطق، سائنس وعصری علوم کا ایک گرانقدر اضافہ، رجال کی بحثیں، مصنفین ومؤلفین کی تاریخ وسوانح، تالیفات وتصنیفات پر نقد وتبصرہ آپکے درس کا ایک امتیاز تھا، اسکے نتیجہ میں درسی تقریریں بجائے مختصر ہونے کے طویل ہو گئی۔۔۔ مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دار العلوم دیوبند نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت سے متعلق اپنے طویل مقالہ میں لکھا ہے کہ 'حضرت شاہ صاحب کے درس حدیث میں کچھ ایسی خصوصیات نمایاں ہوئیں جو عام طور سے دروس میں تھیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کا انداز درس دنیائے درس وتدریس میں

ایک انقلاب عظیم ثابت ہوا۔ (نقش دوام ص/۱۴۷=۱۴۹)

“শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহ. হাদীস পাঠদান পদ্ধতিতে শুধু প্রয়োজনীয় তাকরীর করতেন। পরবর্তীতে মাওলানা গাঙ্গুহী ও মাওলানা নানুতুবী রহ. তাতে ফিক্বহে হানাফির দলীল-প্রমাণাদির আলোচনা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রহ. পাঠদানের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সরফ, নাহু, ফিক্বহ, উসুলে ফিক্বহ, ইলমুল মাআনী, বালাগাহ, হিকমত ও নিগূঢ়তত্ত্ব , সূলুক, তাসাওউফ, ফালসাফা, মানতেক, সাইন্স এবং সমকালীন জ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটান। ইলমুর রিজাল, মুসান্নিফগনের জীবনী ও তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহের উপর পর্যালোচনা ছিলো তার দরসের অন্যতম এক বৈশিষ্ট্য। ফলত তাঁর দরসের আলোচনা সংক্ষেপ না হয়ে দীর্ঘতর হয়ে যায়।

দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম, মাওলানা মুহাম্মাদ তাইয়িব সাহেবও কাশমীরী রাহ. সম্পর্কে রচিত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধের এক স্থানে এ বাস্তবতা স্বীকার করতে গিয়ে লিখেন, ‘হযরত শাহ সাহেবের দরসে হাদীসে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে, যা সাধারণ দরসগুলোতে ছিল না। বরং বাস্তবতা হল, দরসজগতে হযরতের পাঠদানপদ্ধতি এক বড় বিপ্লব হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।”

আল্লামা কাশমীরী রহ. এর পর থেকে ফন্নী ও তাহকীকী দীর্ঘ তাকরীরের একটি ধারা আরম্ভ হয়। কিন্তু কিছুকাল পর এ ধারাতেও ফন্নী ও ইলমী উসূল ও যাওয়াবিত অনুসৃত হয়নি। ইবারত ও পাশাপাশি কিছু নুকতা ও ফাওয়ায়িদ পর্যন্ত দরসী আলোচনাগুলো সীমিত থাকত। ইল্লা মা শা আল্লাহ। সর্বোপরি, বর্তমানে দরসে নিযামীর দরসদান পদ্ধতি মূলত কিতাব ও ইবারতকেন্দ্রিক। ইবারত হল করাকেই সর্বোচ্চ জ্ঞান করা হয়। ইবারত হল হয়েছে তো কিতাব হল হয়েছে- এমন ভাবনা সর্বত্র বিরাজমান। তাই দরসে নিযামীর কিতাবগুলোর শরাহগ্রন্থেও সাধারণত ইবারতকেন্দ্রিক আলোচনা প্রাধান্য পায়।

আমরা যারা দরসে নেযামীতে প্রায় এক দশক লেখাপড়া করি। ইবারত হল্ল করার প্রতি পূর্ণ জোর ও মনোযোগ দিই। এর বাইরে সর্বোচ্চ বাইনাস সুতুর, হাশিয়া দেখি। দীর্ঘদিন এ ধারায় লেখারপড়ার কারণে আমাদের চিন্তাচেতনা, যেহেন ও দেমাগ, মন ও মনন সবই গড়ে ওঠে ইবারত ও নির্দিষ্ট কিতাবকেন্দ্রিক। এর ফলে আমরা তাখাসসুসে এসেও কিতাব ও ইবারতকেন্দ্রিক পড়াশোনার প্রতি বেশি ঝুঁকি। নির্দিষ্ট কিতাবের দরস এবং দরসের কিতাব ও ইবারত হল করাকেই প্রণিধানযোগ্য মনে করি। যার ফলে তাখাসসুস স্তর শেষ করেও আমাদের মাঝে গবেষণা ও তাহকীকের মেযাজ তৈরি হয় না। স্বতন্ত্ররূপে গবেষণা ও তাহকীক করার সক্ষমতাও অর্জন হয় না। ফলে তাখাসসুস স্তর অতিক্রম করেও গবেষণা ও তাহকীকী কাজে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে হয়।

তাখাসসুসের মূল লক্ষ্য ও কাজ

তাখাসসুস স্তরের মূল লক্ষ্য ও কাজ কী? তা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। উপমহাদেশে তাখাসসুসের বর্তমান ধারার আনুষ্ঠানিক প্রবর্তক আল্লামা ইউসূফ বানুরী রহ. (১৩৯৭হি.)। তিনি درجہ تخصص کے قواعد وضوابط বিষয়ক প্রবন্ধে তাখাসসুসের

প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলেন:

قدیم طرز تعلیم کے تحت علم حاصل کرنے والے علماء میں بھی یہ تخصص ہوا کرتے تھے اور جدید طرز تعلیم میں تو تخصص اور ڈاکٹریٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ان اسباب وحالات کے پیش نظر ضروری تھا کہ دینی درس گاہوں کی اس کمی کو پورا کرنے کیلئے کوئی اقدام کیا جائے۔

"প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় ইলম হাসিলকারী আলেমগণের মাঝেও মুতাখাসসিস বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি থাকতেন। নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় তো তাখাসসুস ও ডক্টরেটের সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে। এসকল কারণ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আবশ্যক ছিলো, দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের এই দিককার অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা।"

তাখাসসুসে দরসদান ও অধ্যয়নপদ্ধতি কেমন হবে- এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

۱- کسی بھی کتاب کی تدریس سبقا سبقا لازم نہ ہوگی بلکہ استاذ اپنی صوابدید کے مطابق کتب نصاب تخصص میں سے جس کتاب یا اس کے کسی حصہ کو سبقا پڑھانا ضروری سمجھے گا پڑھائے گا ورنہ طلبہ استاذ کی مقرر کردہ ترتیب اور ہدایت کے مطابق خود کتب نصاب کی تیاری کریں گے اور امتحان دیں گے۔

۲- استاذ مجوزہ علم وفن کے مہمات مسائل وابواب کی فہرس بنا کر طلبہ کو دینگے اور ان کی تیاری کے لئے اس علم وفن کی اہم ترین داخل نصاب وغیر داخل نصاب کتابوں یا ان کے ضروری ابواب ومباحث کا مطالعہ کرائیں گے، اور اس مطالعہ اور تلاش وتحقیق میں طلبہ کو جو مشکلات یا شکوک وشبہات پیش آئیں گے استاذ ان کو حل کرائینگے اور خود بھی ان مسائل ومباحث پر باقاعدہ تیاری کر کے تقریر واملا کرائیں گے۔

۳- طلبہ اس مطالعہ وتحقیق کے ساتھ ساتھ ان مسائل ومباحث مہمہ پر روزانہ اپنی یادداشتیں مرتب کرتے رہینگے اور ہر ہفتہ کی یادداشتیں جمعرات کے دن استاذ کو دینگے اور وہ انکو دیکھ کر ان کے نقائص اور خامیوں سے طلبہ کو آگاہ کر کے خود انہی سے اصلاح کرائیں گے۔۔۔(تخصص فی علوم الحدیث کا دستور العمل اور دوسالہ روئداد ص/۵-۶)

"এক. স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সবক বাই সবক কোনো কিতাবের পাঠদান আবশ্যক নয় । বরং উসতায নির্বাচনযোগ্যতার আলোকে তাখাসসুসের সিলেবাস থেকে কোনো কিতাব বা কিতাবের একটি অংশকে জরুরী মনে করলে পড়াবেন। অন্যথায় ছাত্ররা নির্ধারিত কিতাবসমূহ উসতাযের বাতলানো রাহনুমায়ীর আলোকে মুতালাআ করবে এবং পরীক্ষা দিবে।

দুই. উসতায নির্বাচিত ও নির্ধারিত ফনের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়িল ও অধ্যায়ের একটি তালিকা প্রস্তুত করে ছাত্রদের দিবেন। এবং এ বিষয়গুলো আত্মস্থ করার জন্য ফনের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ, নেসাবে অন্তর্ভুক্ত কিতাব ও নেসাবের বাইরের কিতাব কিংবা

সেসব কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহের আলোচনা মুতালাআ করাবেন। মুতালাআ, গবেষণা ও অনুসন্ধানের সময় তারা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হবে, উসতায সেগুলো সমাধান বাতলে দিবেন। সাথে সাথে নিজেও এ সকল মাসায়িল ও বিষয়ের উপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রস্তুতিগ্রহণ করে আলোচনা করবেন ও নোট লিখাবেন।

তিন. মুতালাআ ও তাহকীকের পাশাপাশি ছাত্ররা ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসায়িল সংক্রান্ত আহরিত মা'লুমাত নোট করতে থাকবে। প্রতি সপ্তাহের নোট জুমার রাতে উসতাযকে দেখাবে। উসতায সেসকল নোট দেখে তাদের দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতাগুলো ধরিয়ে দিবেন এবং তাদেরই মাধ্যমে সংশোধন করাবেন।”

মোটকথা, নির্দিষ্ট কিতাব নয়; ফন ও শাস্ত্রই হলো তাখাসসুসের কেন্দ্রীয় কাজ; তাহকীকী ও গবেষণামূলক কাজ শেখা ও সম্পাদন করা যার অন্যতম প্রতিপাদ্য। শায়খুল আযহার শায়খ আবদুল হালীম মাহমুদ রহ. যখন পাকিস্তান সফরে আল্লামা বানুরী রহ. এর প্রতিষ্ঠিত জামিআতুল উলূমিল ইসলামিয়া পরিদর্শন করেন। তখন জামিআর তাখাসসুস বিভাগগুলোর কার্যক্রম দেখে অভিভূত হন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা বানুরী রহ. বলেন:

الحمدللہ کہ موصوف کو مدرسہ دیکھ کر خوشی بلکہ حیرت ہوئی۔۔۔ ہمارے طلبہ کے تخصصات (ڈاکٹریٹ) کے بعض مقالات کا جب ان کو علم ہوا تو خواہش ظاہر فرمائی کہ دو مقالے جن میں سے ایک عبد اللہ بن مسعود پر تھا وہ ادارہ ازہر شریف کی طرف سے شائع کریں گے، یہ حق تعالی جل ذکرہ کا احسان ہے کہ ہمارے ایک گمنام ادارے کی حیثیت اتنی کردی کہ دنیائے اسلام کی سب سے بڑی علمی یونیورسٹی اس کے طلبہ کے مقالات کو شائع کرنے کی خواہش کرتی ہے۔ (بصائر وعبر ۲ /۲۵۹)

“আলহামদুল্লিাহ, মাদরাসা দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন, বরং অবাক হয়েছেন।...আমাদের তাখাসসুসের ছাত্রদের লিখিত গবেষণামূলক (ডক্টরেটের) কিছু মাকালা সম্পর্কে জানার পর দুটি মাকালা— তন্মধ্যে একটি ইবনে মাসউদ রা. এর উপর ছিল- তিনি তা আযহার থেকে প্রকাশের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার বড় ইহসান যে, আমাদের নাম-খ্যাতিহীন প্রতিষ্ঠানকে এমন একটি অবস্থান দিয়েছেন, ইসলামী দুনিয়ার বড় গবেষণাধর্মী ইউনিভার্সিটি এখানকার ছাত্রদের মাকালা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করছে।”

মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরে উলূমুল হাদীস বিষয়ে তাখাসসুস বিভাগ খোলার পূর্বে মাজলিসে শুরার পক্ষ থেকে তাখাসুসের নেসাব ও নেযাম বিষয়ক পরামর্শের জন্য একটি চিঠি তৈরি করা হয়। চিঠিটি উপমহাদেশের ১৫জন খ্যাতনামা আলেমে দীনের কাছে প্রেরণ করা হয়। তাদের মাঝে যাঁরা উত্তর দিয়েছেন তাঁদের উত্তরপত্র একত্র করে একটি রুয়েদাদ প্রস্তুত করা হয়েছে। যা *شعبہ تخصص حدیث کا قیام اور مجلس شوری کی تجویز* নামে প্রকাশ করা হয়। সেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে আল্লামা আহমদ রেযা বিজনুরী রহ. দীর্ঘ উত্তর লিখেছিলেন। তিনি তাখাসসুসের তালিবে ইলমদের সুযোগসুবিধা প্রসঙ্গে বলেন:

مسلم یونیورسٹی علی گڈھ اور ہندستان کی دوسری یونیورسٹیاں بیسیوں شعبوں میں ڈکٹریٹ کرارہی ہیں،اور ڈبل ڈبل کرارہی ہیں،ان کے اسکالر یورپ وامریکہ میں بھی جاکر ڈبل ڈبل ڈاکٹریٹ کررہے ہی،اور وہ ملک ان اسکالروں کے مع اہل عیال کے ۳-۳سال اور ۴-۴سال کے خرچ اٹھاتے ہیں،ان کے مقابلہ مین اگر ہم بھی حوصلہ وہمت کرکے اپنے تخصص فی الحدیث کے اسکالروں پر چندلاکھ سالانہ خرچ برداشت کرلیں توعلم حدیث کے شایان شان کارنامہ انجام پائے گا۔ان شاءاللہ۔(شعبہ تخصص حدیث کا قیام اور مجلس شوری کی تجویز ص/۳۹)

“মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড় এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য ইউনিভার্সিটি বিশটি বিভাগে ডক্টরেট করাচ্ছে। তারা দ্বিগুণ দ্বিগুণ ডক্টরেট করছে। ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে তাদের স্কলাররা ভুরি ভুরি ডক্টরেট করছেন। সেসব রাষ্ট্র পরিবারসহ তাদের জন্য তিন-চার বছরের খরচ বহনের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। তাদের মোকাবেলায় আমরাও যদি একটু হিম্মত করে তাখাসসুস ফিল হাদিসের স্কলারদের জন্য বাৎসরিক কয়েক লাখ টাকা বরাদ্দ করতে পারি, তাহলে ইলমে হাদিস বিষয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম পাবে। ইনশাআল্লাহ।”

এখানে সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো। আশা করি, এর মাধ্যমে তাখাসসুস নিয়ে বড়দের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ভাবনা ও পরিকল্পনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তাখাসসুসের মূল লক্ষ্য যে গবেষণা ও তাহকীকের যোগ্যতা অর্জন করা এবং গবেষণা ও তাহকীকী কাজ করা, নিছক দরস বা ইবারত হল নয়- তাও প্রতিভাত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও অনেকেরই বক্তব্য রয়েছে। পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষা, তাখাসসুস ও ইসলামী শিক্ষাবিজ্ঞান নিয়ে বিস্তারিত কাজ করার ইচ্ছা আছে। আল্লাহ তাআলাই তাওফীকদাতা।

তাখাসসুসের প্রস্তুতিমূলক যোগ্যতা

ইতোমধ্যে পরিষ্কার হয়েছে যে, তাখাসসুস হলো শিক্ষার উচ্চতর একটি মারহালা। এ মারহালায় কামিয়াব হওয়ার জন্য প্রাথমিক ও প্রস্তুতিমূলক যোগ্যতা অর্জনের বিকল্প নেই। এখন প্রশ্ন হলো, প্রস্তুতিমূলক কী কী যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক?

এ কথা তো সর্বজন বিদিত যে, তাখাসসুস করার জন্য কিতাবী ইসতিদাদ একটি মৌলিক শর্ত ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বরং বলা চলে, মেরুদণ্ড পর্যায়ের। কিন্তু মানুষ তো শুধু মেরুদণ্ড ঠিক থাকলেই দাঁড়াতে পারে না। পা-সহ আরও অঙ্গের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। তাই কিতাবী ইসতিদাদ থাকলেই তাখাসসুসে কামিয়াব হওয়া লাযিম নয়। বরং আরও কিছু বিষয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করার প্রয়োজন হয়। এগুলোকে একসাথে مبادئ التخصص অথবা الدراسات التحضيرية للتخصص বলা যায়। যথাক্রমে:

এক. مهارة فهم النصوص وتحليلها

যে কোনো ইলমী নসকে যথাযথরূপে বোঝা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের যোগ্যতা। এটি মূলত কিতাবী ইসতিদাদের অন্তর্ভুক্ত। কিতাবী ইসতিদাদ বা যে কোনো কিতাব বোঝার

যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক। কিতাবী ইসতিদাদ বলতে মোটাদাগের তিনটি দিককে বুঝানো হয়ে থাকে। এক. কিতাবের ইবারত সহীহ-শুদ্ধরূপে পড়তে পারা। দুই. পঠিত ইবারতের অর্থ ও মতলব সঠিকরূপে বলতে পারা। তিন. পঠিত ইবারতে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি থাকলে তা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে পারা।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইবারাত বা ইরাব সঠিক করার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। আমরা আরবী ইবারত সঠিক করার জন্য নাহব ও সারফ নামক দুটি ফন পড়ি। নাহব-সারফ পড়ার কারণে ইবারতে ভুল হচ্ছে কি না- তা আমরা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারি। উসতাদগণ সহজে ধরিয়ে দিতে পারেন। যেহেতু কায়দা-কানুন সকলেরই জানা আছে। অবশ্য ইবারতের কিছু কিছু বিষয় নাহব-সারফের আওতায় পড়ে না। যেমন: ইসমের উচ্চারণ, আলমের উচ্চারণ, মুসতালাহের উচ্চারণ ইত্যাদি। এগুলোর স্বতন্ত্র কায়দা-কানুন রয়েছে। তবে এগুলো অনেকাংশেই سماع বা শ্রুতি নির্ভর। তাই ইবারাত সহীহ-শুদ্ধ ও যথাযথরূপে পড়তে হলে কায়দা-কানুন ও সঠিক উচ্চারণরীতি জানতে হয়। এ ক্ষেত্রেও আমাদের অনেকের দুর্বলতা থাকে। যদ্দরুন যথাযথরূপে ইবারত পড়তে ব্যর্থ হই। অথচ এটি কিতাবী ইসতিদাদের প্রথম মারহালা।

কিতাবী ইসতিদাদের দ্বিতীয় মারহালা আরেকটু জটিল। আর তা হলো, ইবারতের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা এবং ফন্নী মতলব ও ব্যাখ্যা উদ্ধার করা। এটি সহজ কাজ নয়; কষ্ট ও মেহনতসাধ্য। এর জন্য রয়েছে নির্ধারিত নিয়মকানুন বা ضوابط فهم الكلام। সেসব নিয়মকানুন অনুসরণ করা না হলে ইবারত বোঝার ফন্নী ইসতিদাদ হাসিল হবে না। ইবারতের কোনটি সঠিক ব্যাখ্যা ও কোনটি তাহরীফ বা বিকৃতি- তা পার্থক্য করা যাবে না। কেউ ইবারতের ভুল ও অপব্যাখ্যা করলে তার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা যাবে না। আমাদের দরসে নিযামীতে উসূলুল ফিকহের কিতাবে এ বিষয়ে আংশিক আলোচনা হয়ে থাকে। তথাপি তা এতই সীমিত যে, উক্ত কিতাবের মাঝেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। এর বাইরে প্রয়োগ করা হয় না। এমনকি ফিকহী কিতাবেও নিয়মতান্ত্রিকরূপে প্রয়োগ করা হয় না।

কিতাবী ইসতিদাদের তৃতীয় মারহালা মূলত দ্বিতীয় মারহালার পরিপূরক। অর্থাৎ একটি ইবারতের ফন্নী ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর পর পরবর্তী কাজ হলো, ইবারতে কোনো প্রশ্ন আছে কি না, কোনো আপত্তি আছে কি না। থাকলে তা কী? এর ব্যাখ্যা ও সমাধান কী? প্রতিটি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট সমাধান জানা না থাকলেও সমাধানের রূপরেখা তো স্পষ্ট থাকা উচিত।

উপর্যুক্ত তিনটি দিক অর্জনের মাধ্যমে একপর্যায়ের কিতাবী ইসতিদাদ বা যোগ্যতা অর্জন হয়ে যায়। এখন কথা হলো, আমরা এতটুকু অর্জন করতে পারছি? যে তালিবে ইলম তালিমুল ইসলাম জামাআত থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত কোনো না কোনো ভাবে কিতাবুত তাহারাত পড়ে থাকে। এত দীর্ঘ সময় নিয়ে একটি অধ্যায় পড়ার কারণে এতদ্বসংক্রান্ত কোনো ইবারত তার নিকট অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। কোনো ইবারতে প্রশ্ন বা আপত্তি দেখা দিলে উসূলী আন্দাযে সে সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হবে- এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সরেজমিনে এর বাস্তবতা কতটুকু? আমরা কতজন তালিবে ইলম এ

যোগ্যতা নিয়ে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করছি? অথচ দাওরা ফারেগ ও তাখাসসুস আগ্রহী তালিবে ইলমদের জন্য এটি এমন, যা না হলেই নয়। কারণ,
তাখাসসুসে গবেষণা ও তাহকীকের সময় একটি ইবারতকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হয়। উসূলের ভিত্তিতে নুসূস ও ইবারতের ফাহম ও তাহলীল করতে হয়। সঠিক ব্যাখ্যা হাজির করে ভুল ব্যাখ্যা অপনোদন করতে হয়। সুতরাং তাখসসুসের পূর্বেই যদি এগুলোর প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ধারণা ও যোগ্যতা অর্জন না করা হয়, তাহলে গবেষণা ও তাহকীকী কাজ সম্পাদন করা কতটুকু নিরাপদ- চিন্তার বিষয়।

দুই. مهارة التلخيص والاستنتاج

প্রাথমিক যোগ্যতাসমূহের দ্বিতীয়টি হলো, তালখীস বা সারসংক্ষেপ তৈরিকরণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, একটি গবেষণাধর্মী কাজে অজস্র পৃষ্ঠা অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। একটি মাত্র মাসআলার জন্য শত শত কিতাব, কখনোবা হাজারো পৃষ্ঠা পড়তে হয়। তারপর গবেষককে এই সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনার খোলাসা ও সারসংক্ষেপ তৈরি করতে হয়। মূল কথাটি উদ্ঘাটন করতে হয়। এবং এই তালখীস ও ফলাফল উদ্ঘাটনের ইলমী উসূল ও যাওয়াবেত রয়েছে। যা অনুসরণ না করা হলে কখনও তা তাহরীফ ও ইফতিরা' পর্যন্ত চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র তাদরীব প্রয়োজন।
স্মর্তব্য যে, তালখীস ও ইখতিসার সর্বক্ষেত্রে এক নয়। দুটোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আমরা সাধারণত যে কাজটি করি, সেটি হলো ইখতিসার। তালখীস আরও সুক্ষ ও গভীর। কারণ, ইখতিসার সাধারণত ইবারতকেন্দ্রিক হয়ে থাকে (اختصار العبارات الطويلة)। আর তালখীস সাধারণত অর্থ ও ফিকরাকেন্দ্রিক হয়ে থাকে (تلخيص المعاني والفكرة)। গবেষণার কাজে ইখতিসারের তুলনায় তালখীসের প্রয়োজনীয়তা বেশি। তাই তালখীছের প্রাথমিক ও প্রাইমারী যোগ্যতা পূর্ব থেকেই অর্জন করা চাই।
ইসতিনতাজ তালখীসের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। কোনো একটি কালাম পড়ার পর সেই কালামের নতীজা কী? মুতাকাল্লিম কী বলতে চাচ্ছেন? এর প্রাসঙ্গিক অর্থ ও ফলাফল কী হতে পারে ইত্যাদি বিষয় অনুধাবন করা। এর মাধ্যমে তালখীসের কাজ সহজ হয়। পাশাপাশি গবেষণা ও অন্য কাজেও বেশ ফায়দা পাওয়া যায়।

তিন. مهارة النقد والتنقيح

ইলমের প্রতিটি শাখায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিষয়ে মতভেদ ও ইখতিলাফ রয়েছে। ইখতিলাফগুলোর পেছনে রয়েছে সঙ্গত নানাবিধ কারণ ও প্রয়োজন। ইখতিলাফগুলো নানান ধরনের ও স্তরের। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুযুয ও তাহরিফও হয়েছে। তাখাসসুসে সাধারণত এই বিষয়গুলোতেই বেশি জোর দেওয়া হয়। এ ধরনের বিষয়ে গবেষণা ও তাহকীকী কাজ করতে হলে প্রয়োজন নাকদ ও তানকীহের যোগ্যতা; প্রতিটি বক্তব্যকে যাছাই-বাছাই এবং বিচার বিশ্লেষণ করার দক্ষতা; বক্তব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি ও সত্য ও অসত্য নির্ণয় করার ক্ষমতা।
আমাদের দরসে নিযামীতে ইখতিলাফী মাসায়েল এর আলোচনা সানাবিয়া স্তর থেকেই শুরু হয়ে যায়। ধারাবাহিক কয়েকটি জামাতে ইখতিলাফী মাসায়েলের আলোচনা ও

বিশ্লেষণ হয়। যদিও ফিকহুল খিলাফ এর উসূল ও যাবিতা পড়া হয় না। তবে কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। এখান থেকেই নাকদ ও তানকীহের সূচনা হয়ে যায়। কিন্তু ফিকহুল খিলাফের উসূল ও যাবিতা স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন এবং মুখতালাফ ফীহ্ মাসআলায় এর প্রয়োগ না করার কারণে নাকদ-তানকীহ্ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত মাহারা অর্জন হয় না। অথচ নাকদ ও তানকীহের যোগ্যতা ব্যতীত তাখাসসুসের তালিবে ইলম অচল ও অক্ষম বললেও ভুল হবে না।

বলা বাহুল্য যে, নাকদ ও তানকীহের নিজস্ব উসূল ও যাওয়াবিত রয়েছে। যা স্বতন্ত্ররূপে শেখা ও কিছু কিছু সহজ তামরীনের মাধ্যমে আমলী প্রয়োগ করা চাই।

চার. مهارة البحث العلمي

ইতোপূর্বে বিভিন্নভাবে উল্লেখ হয়েছে যে, তাখাসসুসের মূল কাজ হলো গবেষণা ও তাহকীক। জানা কথা যে, প্রতিটি কাজের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়মমাফিক কাজ করলেই তা যথাযথ বলে স্বীকৃতি পাবে। গবেষণা ও তাহকীক খুবই পিচ্ছিল ও ঝুকিপূর্ণ কাজ। এতে প্রয়োজন হয় মেধা, শ্রম, সময়, সহায়ক আয়োজন এবং সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি। গবেষণায় শুধু হাওয়ালা ও মাওয়াদ জমা করাই একমাত্র কাজ নয়। বরং মূল কাজ তো আরম্ভ হয় মাওয়াদ একত্র করার পর। জটিলতার একেকটি ঘাত পার করতে হয়। তাই গবেষণার পূর্বেই গবেষণাপদ্ধতি জেনে নিতে হয়।

সুতরাং তাখসসুস মারহালার পূর্বেই মানহাজুল বাহাস জানা থাকলে এবং পূর্বেই কিছু তামরীনী বাহস তৈরি করার অভিজ্ঞতা থাকলে তাখাসসুসকে আরও ফলপ্রসূ করা সম্ভব। অথচ এ বিষয়ে আমাদের ধারণা নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না।

পাঁচ. معرفة تقنيات الدراسات العليا

শিক্ষার অনেক স্তর রয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। তাখাসসুস উচ্চতর শিক্ষার একটি মারহালা, যা উপরে আমরা বলেছি। প্রতিটি স্তরের রয়েছে স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য, ভিন্ন ভিন্ন উসূল ও যাবিতা এবং নেযাম ও নেসাব। উচ্চতর শিক্ষারও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য, দাবি, পথ ও পদ্ধতি রয়েছে। রয়েছে উন্নতমানের উসূল ও যাবিতা। এ স্তরের নেযাম, নেসাব, উসতায, শিক্ষার্থী সবকিছুই উচ্চতর শিক্ষার অনুকূলে সাজাতে হয়।

উচ্চশিক্ষা কী? এ স্তরে শিক্ষার মান কেমন হতে হয়? এ স্তরে পড়ালেখার ধরন ও পদ্ধতি কেমন হয়? এ স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর মাঝে কী কী যোগ্যতা থাকতে হয়? এ স্তরকে কাজে লাগাতে হলে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে? কী কী কাজ সম্পাদন করতে হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি একজন সচেতন তালিবে ইলমকে অবশ্যই জানতে হবে।

আমরা অনেক ক্ষেত্রে একই বিল্ডিংয়ে মক্তব থেকে দাওরা ও তাখসসুস মারহালা শেষ করায় উপর্যুক্ত দিকগুলো নিয়ে ভাবার প্রয়োজনই বোধ করি না। ফলে আমাদের সময় ও মেধা ঠিকই ব্যয় হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষাকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারি না। বা কাজে

লাগানোর মত যোগ্যতাই তৈরি হয় না। তাই উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের পুর্বেই উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।

কীভাবে অর্জন করব সেই যোগ্যতা ও মাহারা?

তাখাসসুসের পূর্বযোগ্যতা ও মাহারা সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা উপরে তুলে ধরা হলো। আশা করি, উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, নিছক দরসিয়াতের মাধ্যমে এই মাহারাগুলো অর্জন করা দুরূহ ব্যাপার। প্রয়োজন বাড়তি মেহনত ও প্রচেষ্টার। উপর্যুক্ত মাহারাগুলো অর্জন করার দুটি পদ্ধতি হতে পারে-

এক. তাখাসসুস মারহালার পূর্বেই উপর্যুক্ত যোগ্যতাসমূহ অর্জন করা।

তাখাসসুসের পূর্বে আমাদের ফযীলতের মারহালা পার করতে হয়। ফযীলতের মারহালাও মূলত উচ্চশিক্ষার অংশ। ফযীলতের মারহালা থেকেই যদি আমরা উসতাদের পরামর্শে প্রস্তুতি নিতে থাকি। তাহলে সর্বাধিক উত্তম বলে বিবেচিত হবে। যদি দরসের পাশাপাশি তা সম্ভব না হয়। তবে বিরতির সময়গুলো কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করতে পারি। স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বাড়তি খুব বেশি কিতাব পড়া আবশ্যক নয়। দরসে যা পড়ছি, তার সাথে সংশ্লিষ্ট কিতাবের মাধ্যমেও আমরা প্রস্তুতি নিতে পারবো। তবে প্রয়োজন হবে সঠিক পদ্ধতিতে অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন।

দুই. তাখাসসুসে দাখেলা নেওয়ার পর প্রস্তুতি নেওয়া।

তাখাসসুসের প্রথম ফাতরাতেই উপর্যুক্ত বিষয়াবলী স্বতন্ত্ররূপে পড়ানো ও শেখানো। এরপর তাখাসসুসের মূল কাজে প্রবেশ করা। এর মাধ্যমে মেধাবী ও পরিশ্রমী তালিবে ইলমগণ বেশি উপকৃত হবেন। গবেষণা ও তাহকীকী কাজে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন। তাখাসসুসের মূল লক্ষ্যে পৌঁছার সুযোগ পাবেন।
তাই উপর্যুক্ত বিষয়ে মাহারা অর্জনকে শুধু তামরীনের উপর ছেড়ে না দিয়ে তাখাসসুসের প্রথম ফাতরাতে স্বতন্ত্ররূপে পড়ানো ও শিখানো উচিত। তামরীন করে করেও এ সকল যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। তবে সবার ক্ষেত্রে তা সহজ-সাধ্য নয়। অনেক মেধাবী তালিবে ইলমও তারমীন ও মুযাকারা করে করে কাঙ্ক্ষিত মালাকা অর্জন করতে পারে না। তামরীন করে গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করতে করতেই দু'বছর শেষ হয়ে যায়। তাখাসসুসের কাঙ্ক্ষিত কাজে মশগুল হওয়ার সুযোগ পায় না। ফলত মেধাবী ও পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও অনেক তালিবে ইলম নিজের মাঝে গবেষণার আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায় না। দীর্ঘ গবেষণার জন্য নিজেকে গ— তুলতে পারে না। অথচ উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ স্বতন্ত্ররূপে অর্জন করলে সে তাখাসসুসের লক্ষ্যে পৌঁছার সুযোগ পেত।
আমাদের জামিআতুস সুফফাহ, বগুড়ায় এ বছর হাদীস ও ফিকহ উভয় তাখাসসুসের প্রথম ফাতরায় উপর্যুক্ত প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনা করানো হয়েছে। এতে তালিবে ইলম ভাইদের মাঝে বেশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আল্লাহর রহমতে আগামীতে আরওও সুশৃঙ্খলরূপে বিষয়গুলোর শিক্ষণ ও শিখনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

جامعة الصفة، بغورا

ইসলামিক রিসার্চ ও
গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

Institute of Islamic
Research & Postgraduate Studies

জামিআতুস সুফফাহ, বগুড়া

উচ্চতর ফিকহ ও ফতোয়া বিভাগ:

ইসলামী ফিকহ ও আইন বর্তমানের সর্বাধিক অপরিহার্য বিষয়।
ইসলামী জ্ঞানের শাখাগুলোর মাঝে ফিকহ-ফতোয়াই সর্বাধিক জীবনঘনিষ্ঠ ও বিস্তৃত।
যুগ পরিবর্তনের সাথে এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন জটিলতা। ফলে ফিকহ-ফতোয়ার উচ্চতর ও গবেষণামূলক অধ্যয়ন অনস্বীকার্য। তালিবে ইলমদের মাঝে এ ধরনের যোগ্যতা তৈরির লক্ষ্যে জামিআতুস সুফফাহয় এ বিভাগটির যাত্রা।
বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের যোগ্যতা অর্জনে যুগোপযোগী ও উন্নত মানহাজ ও অভিজ্ঞ উসতাযের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জামিআতুস সুফফাহ শুরু থেকেই এ দিকটির প্রতি সবিশেষ সজাগ ও সচেতন।
নিম্নে বিভাগটির মানহাজের মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ফিকহকে চার ধাপে পাঠদান করা:
ক. আল-ফিকহুল মুজাররাদ
খ. আল-ফিকহুল মুদাল্লাল
গ. আল-ফিকহুল মুকারান
ঘ. আল-ফিকহুল মুখাররাজ

২. তাবাকাতুল মাসায়িলের পার্থক্য করার প্রতি গুরুত্বারোপ।

৩. التخريج الفقهي বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান এবং যথাযথ তামরীনের মাধ্যমে আধুনিক নাযিলাগুলোর সমাধান প্রদান।

৪. প্রতিটি বাবের যাওয়াবিত ও কুল্লিয়াত মুখস্থ করানো এবং মাসায়িলের তাফরী' করার যোগ্যতা তৈরি করা। বিশেষকরে যে সকল বিষয়ে অধিকহারে ইসতিফতা আসে।

৫. ফিকহী মালাকা তৈরীর লক্ষ্যে বিশ্লেষণধর্মী বিস্তারিত তামরীন।

৬. ব্যাংকিং, ফিন্যান্সিং ও ইসলামী অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বসহ পাঠদান

৭. প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং মুসলিম পারিবারিক আইনের উপর বিশেষায়িত পাঠদান।

৮. ফিকহী বিষয়ে মানসম্পন্ন গবেষণাপত্র লেখার তামরীন করানোর মাধ্যমে যোগ্য করে তোলা।

৯. উসূলুল ফিকহ ও মাকাসিদুশ শরীআহ বিষয়ক মৌলিক পাঠদান।

১০. সঠিক পদ্ধতিতে ফতোয়া লেখার তামরীন ও প্রয়োজনীয় ভাষাচর্চা।

দু'বছরের নেসাব পূর্ণ করার পর গবেষণামূলক কাজ আঞ্জাম দেওয়া আবশ্যক।

ঠিকানা ও যাতায়াত

কুরতুবা, বগুড়া সদর, বগুড়া
মোবাইল: ০১৯৫১৫৬১৫১৫; ০১৯৫১৫৬১৩১৩
বগুড়া চার মাথা থেকে নওগাঁ রোডে এক কিলোমিটার দূরে, বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন জামিআতুস সুফফাহ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ
সদর ও প্রধান, জামিআতুস সুফফাহ, বগুড়া।

جامعة الصفة، بغورا

ইসলামিক রিসার্চ ও
গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

Institute of Islamic
Research & Postgraduate Studies

জামিআতুস সুফফাহ, বগুড়া

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ:

উলূমুল হাদীস ইসলামী জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত শাখা। হাদীসের ইতিহাস, হাদীসের সংকলনের পদ্ধতি প্রামাণিকতা, হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা, বিরোধপূর্ণ হাদীসের মাঝে সমন্বয় ও সমাধানপদ্ধতি, হাদীসের বিচার বিশ্লেষণ এবং শুদ্ধাশুদ্ধি যাছাই করা ইত্যাদি এ বিভাগের মূল প্রতিপাদ্য।

মানহাজে যা থাকছে:

১. উসূল ও ফুরু'র মাদারিক ও মাআখিয, তারীখ ও তাবাকা এবং এর মাঝে কোনটি আসীল কোনটি দাখীল বা মুসতাখরাজ তা নির্ণয় ও চিহ্নিতকরণ।

২. নাকদুল হাদীস বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত মানহাজগুলোর তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ এবং ইখতিলাফী বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার মালাকা অর্জনের পদক্ষেপ। পাশাপাশি সমকালীন গবেষকদের চিন্তাধারার পরিচয় ও বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যতা গড়ে তোলার কার্যক্রম।

৪. সালাফ ও মুতাকাদ্দিম ইমামগণের রচনা ও আলোচনাকে সর্বদা অগ্রাধিকার প্রদান এবং তাদের আলোচনা বোঝা ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার মালাকা তৈরির পদক্ষেপ।

যা থাকছে

৫. নাকদ ও তানকীহের যোগ্যতা তৈরির সহায়ক ব্যবস্থাপনা।

৬. ইলমী গবেষণাপত্র লেখার তামরীন এবং আরবী ও বাংলা ভাষায় হাদীস ও রাবীর তামরীন।

৭. মুকারানা ও মুরাজাআর পদ্ধতিতে পাঠদান। কাওয়ানীনুল ইসতিলাহের আলোকে মুসতালাহুল হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

৮. হাদীস ও ইলমুল হাদীস সংশ্লিষ্ট ভ্রান্ত চিন্তা ও ফিরকাহর পরিচিতি ও খণ্ডনপদ্ধতি বিষয়ক আয়োজন।

৯. আদব-আখলাক ও তারবিয়াতের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ।

১০. বিভিন্ন বিষয়ে ইলমী মুহাযারা ও কর্মশালা।

এ সবই সম্পাদিত হবে দক্ষ ও ফন্নী আসাতিযার মাধ্যমে। ইনশাআল্লাহ।
দু'বছরের নেসাব পূর্ণ করার পর গবেষণামূল কাজ আঞ্জাম দেওয়া আবশ্যক।

ঠিকানা ও যাতায়াত

কুরতুবা, বগুড়া সদর, বগুড়া
মোবাইল: ০১৯৫১৫৬১৫১৫; ০১৯৫১৫৬১৩৩
বগুড়া চার মাথা থেকে নওগাঁ রোডে এক কিলোমিটার দূরে, বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন জামিআতুস সুফফাহ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ
সদর ও প্রধান, জামিআতুস সুফফাহ, বগুড়া।

محقق بننے کا طریقہ

محقق بننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے علم دین کو مکمل کر لیجئے یہ تکمیل اس طرح ہوگی کہ معاش کو آگ لگائیے طالب علم بنے۔ پھر کسی محقق کے صحبت میں بھی کچھ روز رہے۔ اس طرح آپ محقق بن جائیگے۔ سیکھنے اور محنت کرنے ہی سے آتا ہے۔ صرف بطور خود ایک دو کتاب دیکھ لینے سے نہیں آتا۔

-حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ (خطبات حکیم الامت ۲۲ : ۳۴۳-۳۴۴-اختصارا)

মুহাক্কিক হওয়ার তরীকা

‘মুহাক্কিকরূপে নিজেকে গড়ে তোলার তরীকা হলো, প্রথমে ইলমে দীন অর্জন পরিপূর্ণ করবে। আর এটি সম্ভব হবে এভাবে যে, জীবিকা উপার্জনের চিন্তা ছুড়ে ফেলে তালিবে ইলম হয়ে ইলম অন্বেষণে নেমে পড়বে। তারপর একজন মুহাক্কিক আলিমের সোহবতে কিছুদিন অবস্থান করবে। এভাবে আপনি মুহাক্কিকে পরিণত হতে পারবেন। শেখা ও মেহনতের মাধ্যমেই ইলম আসে। শুধু নিজে নিজে দুয়েকটি কিতাব মুতালাআর মাধ্যমে ইলম আসে না।’ (সংক্ষেপিত)।